গুরু
আরেকটি জনপ্রিয় আউটসোর্সিং মার্কেটপে-স

মোঃ জাকারিয়া চৌধুরী

আউটসোর্সিং জগতে গুরু (Guru.com) হচ্ছে অতি জনপ্রিয় একটি মার্কেটপে-স, এখানে আড়াই লাখেরও বেশি ফ্রিল্যান্সার কাজ করছে। এই সাইটে ২২০টি বিভাগে প্রতি মাসে ৮ হাজারের ওপর প্রজেক্ট পাওয়া যায়। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত খুবই সুনামের সাথে সাইটটি পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে এই সাইটে বাংলাদেশী ফ্রিল্যান্সাররা ৮ম স্থান দখল করে নিয়েছে। তবে র‌্যাঙ্কিংয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানকারী যুক্তরাষ্ট্র (১৯২,১৭৮) ও ভারতের (৫৫,৭৯০) তুলনায় বাংলাদেশীদের সংখ্যা খুব কম, মাত্র ২,৩২৪ জন।

এই সাইটে এমপ-য়ার এবং ফ্রিল্যান্সারদের জন্য দুটি আলাদা সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। সাইটে ভিজিট করলে প্রথম অবস্থায় এমপ-য়ারের জন্য তৈরি করা অংশ দেখা যায়। ফ্রিল্যান্সারদের জন্য অংশ দেখতে হলে সাইটের উপরের ডান পাশ থেকে Freelancers : Looking for work? নামের লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে, অথবা https://www.guru.com/pro লিঙ্কে যেতে হবে। এমপ-য়ারদের অংশটির জন্য সাইটের থিম হালকা নীলাভ রাখা হয়েছে এবং ফ্রিল্যান্সারদের অংশটির রং হচ্ছে হালকা সবুজাভ।

মেম্বারশিপ

সাইটের বিভিন্ন ফিচারের ওপর ভিত্তি করে এই সাইটে তিন ধরনের মেম্বারশিপ ব্যবস্থা রয়েছে–

০১. বেসিক : এই মেম্বারশিপটি নতুন ফ্রিল্যান্সারদের জন্য উপযুক্ত। এর সাহায্যে গুরু সাইটটি কিভাবে কাজ করে, তা যাচাই করে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাসিক কোনো ফি দিতে হয় না। তবে এর একটি বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এতে প্রতি ৩০ দিনে ১০টির বেশি বিড করা যায় না। আর কাজের শেষে প্রজেক্টের মোট অর্থের ১০ ভাগ ফি দিতে হয়।

০২. গুরু : 'গুরু' নামের মেম্বারশিপটি হচ্ছে যারা ব্যক্তিগতভাবে ফ্রিল্যান্সিং করছেন তাদের জন্য। বেসিক মেম্বারশিপের মাধ্যমে নিয়মিত কাজ পাওয়া শুরু করলে 'গুরু' মেম্বারশিপে আপগ্রেড করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে। কারণ, এখানে প্রতি ৩০ দিনে ১০০টি বিড করা যায় আর প্রজেক্টের ফি মাত্র ৫ ভাগ। এক্ষেত্রে মাসিক ফি হচ্ছে ৯.৯৫ ডলার থেকে ৩৪.৯৫ ডলার পর্যন্ত। আর ৫০ ভাগ কমে এক বছরের জন্য মেম্বারশিপটি চালু করা যায়।

০৩. গুরু ভেন্ডর : এই মেম্বারশিপটি গ্রুপ কন্ট্রাক্টর, ভেন্ডর, ফার্ম বা কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। এক্ষেত্রেও প্রতি ৩০ দিনে ১০০টি বিড করা যায় এবং প্রজেক্টের ফি ৫ ভাগ। মাসিক সাবস্ক্রিপশন ফি ১২.৯৪ ডলার থেকে ৪৫.৪৪ ডলার পর্যন্ত। এক্ষেত্রেও বার্ষিক সাবস্ক্রিপশনে ৫০ ভাগ ছাড় পাওয়া যায়।

মার্কেটপে-স যেভাবে কাজ করে

এই সাইটে কাজ করার পদ্ধতি অনেকাংশে অন্যান্য আউটসোর্সিং সাইটের মতোই, তবে এতে বেশ কিছু গুণগত ও বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে–

প্রোফাইল তৈরি করা : নিজের দক্ষতাকে এমপ-য়ারের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে প্রোফাইল হচ্ছে একটি শক্তিশালী মাধ্যম। যখন এমপ-য়ারেরা তাদের প্রজেক্টের জন্য ফ্রিল্যান্সারদের নির্বাচন করে তখন এই প্রোফাইলের মাধ্যমে সবার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং তারা কোন কোন সার্ভিস দেয় তা তুলনা করে। সাইটে রেজিস্ট্রেশন করার পর কাজ পেতে অন্তত একটি প্রোফাইল তৈরি করতে হবে, অন্যথায় কোনো প্রজেক্টের জন্য আবেদন করা যাবে না। সাইটে সর্বোচ্চ ১০টি প্রোফাইল তৈরি করা যায়। প্রত্যেকটি প্রোফাইলের জন্য আলাদা আলাদাভাবে তিন ধরনের মেম্বারশিপের মধ্যে একটি নির্বাচন করতে হয়। প্রোফাইল তৈরি করতে কাজের একটি বিভাগ এবং সর্বোচ্চ পাঁচটি উপ-বিভাগ এবং কাজের ইন্ডাস্ট্রি নির্বাচন করতে হয়। ঐচ্ছিক হিসেবে ছবি, ভিডিও, কাজের নমুনা, ওয়েবসাইট লিঙ্ক, বিভিন্ন সার্টিফিকেট ও আনুষঙ্গিক তথ্য দেয়া যায়।

প্রপোজাল জমা দেয়া : প্রোফাইল তৈরি করার পর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে বিভিন্ন প্রজেক্ট খোঁজ করা এবং পছন্দনীয় প্রজেক্টে প্রপোজাল জমা দেয়া। কোনো প্রজেক্টে বিড করা বা প্রপোজাল জমা দেয়া যাবে কি না তা নির্ধারণ করে প্রোফাইলের মেম্বারশিপের ধরন, প্রজেক্টের বিডের প্রকার এবং কতগুলো বিড অবশিষ্ট রয়েছে তার ওপর।

ডিপোজিটের জন্য অনুরোধ করা : বিড জেতার পর এমপ-য়ারকে প্রজেক্টের সম্পূর্ণ অর্থ সাইটের SafePay Escrow নামের পদ্ধতি ব্যবহার করে সাইটে জমা দেয়ার অনুরোধ করতে হবে। এটি একদিকে যেমন কাজ শেষে টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয়, অন্যদিকে এমপ-য়ারের সাথে কোনো সমস্যা হলে তা নিরসনে সহায়তা করে। এস্ক্রোতে টাকা জমা হওয়ার আগে কাজ শুরু করা উচিত নয়।

প্রজেক্ট অ্যাগ্রিমেন্ট : কাজ শুরু করার আগে প্রথমেই একটি 'প্রজেক্ট অ্যাগ্রিমেন্ট' তৈরি করে এমপ-য়ারের সম্মতি নিতে হবে। প্রজেক্ট অ্যাগ্রিমেন্টটি ফ্রিল্যান্সার ও এমপ-য়ারের মধ্যে চুক্তি হিসেবে কাজ করে। পরে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে তা সমাধানে ব্যবহার হয়। প্রজেক্ট অ্যাগ্রিমেন্টের মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে সেগুলো হলো– প্রজেক্টের সীমানা নির্ধারণ, সময়, কাজ শেষে কী কী জমা দিতে হবে তার বিবরণ, ডেডলাইন এবং পেমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য। একটি প্রজেক্ট অ্যাগ্রিমেন্ট দুই ভাগে বিভক্ত– প্রজেক্ট প-্যান এবং মাইলস্টোনস। প্রজেক্ট প-্যানের মধ্যে প্রজেক্টের বিবরণ, প্রজেক্টের সীমানা এবং পেমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। প্রজেক্ট প-্যানের জন্য সর্বোচ্চ ৫টি ফাইল আপলোড করা যায়। আর মাইলস্টোনের ক্ষেত্রে কাজ জমা দেয়ার সময় এবং মূল্য নির্ধারণ করে দিতে হয়। এরপর এগুলো এমপ-য়ারের কাছে সাইটের মাধ্যমে পাঠাতে হয় এবং এমপ-য়ার এতে সম্মত হলে তবেই কাজ শুরু করা যায়।

কাজ সম্পন্ন করা : এরপর কাজ শুরু করতে হবে। কাজ করার সময় নিয়মিতভাবে এমপ-য়ারের সাথে যোগাযোগ রেখে কাজের ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে হবে। এজন্য সাইটে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুল এবং মেসেজ বোর্ড রয়েছে। এমপ-য়ারের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ফোন, ই-মেইল অথবা ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জারের সাহায্যে সরাসরি যোগাযোগ, কুইক ডিসকাশন বোর্ড, প্রজেক্ট কোয়েশ্চেন বোর্ড, প্রাইভেট ডিসকাশন বোর্ড এবং প্রজেক্ট আপডেটমেন্ট।

পেমেন্ট গ্রহণ : সফলভাবে কাজ শেষ করার পর তা এমপ-য়ারের কাছে পাঠাতে হয়। এমপ-য়ার কাজে সন্তুষ্ট হলে এস্ক্রো থেকে প্রজেক্টের টাকা সাইটের SafePay Account এসে জমা হয়। এরপর যেকোনো সময় এই টাকা বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট পদ্ধতির যেকোনো একটি ব্যবহার করে দেশে আনা যায়। টাকা আনতে এই সাইটে যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় সেগুলো হলো– ডাইরেক্ট ডিপোজিট, পেপাল, প্রিপেইড মাস্টারকার্ড, চেক এবং ওয়্যার ট্রান্সফার।

ফিডব্যাক : পেমেন্ট পাওয়ার পর এমপ-য়ারকে আপনার কাজের ওপর তার ফিডব্যাক বা মতামত দিতে অনুরোধ জানাতে হয়, যা পরবর্তী কাজ পেতে সাহায্য করবে। গুরু মার্কেটপে-সের প্রোফাইল, মেম্বারশিপের ধরন এবং প্রজেক্ট অ্যাগ্রিমেন্টের মতো অনন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কারণে বিভিন্ন দেশের ফ্রিল্যান্সারদের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মার্কেটপে-স। যদিও আমাদের দেশে এই সাইটটি তেমনভাবে পরিচিতি পায়নি, তবে এরই মধ্যে বাংলাদেশী বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এবং ফ্রিল্যান্সাররা সফলতার সাথে এই সাইট থেকে আয় করছেন। এদের মধ্যে Infoista নামের প্রতিষ্ঠানটি গত এক বছরে ২৭ হাজার ডলারের ওপর আয় করেছে, যা নিঃসন্দেহে সবার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক।

ফিডব্যাক : zakaria.cse@gmail.com